



বান্দরবান সদর উপজেলার ক্যামলংপাড়া বাগানে উৎপাদিত বারি মাল্টা

-সংবাদ

বান্দরবানে বারি মাল্টার ভালো ফলন : খুশি চাষি

প্রতিনিধি, বান্দরবান

বান্দরবান সদর উপজেলায় ২৫ হেক্টর জমিতে হয়েছে বারি মাল্টা-১ জাতের আবাদ। এর মধ্যে ১০ হেক্টর জমিতে হয়েছে ভালো ফলন। এ বছর হেক্টর প্রতি ফলন হয়েছে ৩-৪ মেট্রিক টন। সদর উপজেলার, ক্যামলংপাড়া, গ্যাথসমানীপাড়া, ৯ মাইল, বসন্ত পাড়া, চান্দারপাড়া ও চিমুকে বারি মাল্টা-১ এর আবাদ হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মাধ্যমে প্রদর্শনী আকারে কৃষকদের বিনামূল্যে চারা কলম ও সার সরবরাহ করা হয়েছে এবং রোপণ পদ্ধতি ও পরিচর্যা বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে, ফলে কৃষক তার সুফল পেতে শুরু করেছে। কৃষক অংজাইউ মারমা জানান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের সহায়তায় ৩ বছর আগে চারা কলম ও সার পেয়ে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা কাছাউ মারমার পরামর্শে ২ একর জমিতে বারি মাল্টা ১ এর চাষ করি। এ বছর প্রথমবার ফল ধরেছে এবং ইতোমধ্যে বিশ হাজার টাকা বিক্রয় করেছি। এ বছর জেলা কৃষি বিভাগের সহযোগিতায় আরও ৫০ শতক জমিতে বারিমাল্টার আবাদ করেছি। এদিকে উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরে পুরাতন বাগানের পরিচর্যা জন্য ইতোমধ্যে বিনামূল্যে সার ও বালাইনাশকসহ নতুন বাগান সৃষ্ণের জন্য আরও ৫০ জন কৃষককে বাগান আকারে চাষের জন্য বিনামূল্যে চারা কলম ও সার বিতরণসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আর তাই উচ্চমূল্যের ফসল হিসেবে স্থানীয় ও দেশীয় বাজারে বারি মাল্টা ১ এর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে বিদেশি মাল্টার আমদানির পরিমাণ অনেকটাই কমে যাবে আশাবাদ চাষীদের। বান্দরবান সদর উপজেলার কৃষি অফিসার মো. ওমর ফারুক জানান, বারি মাল্টা জাতের বেশিষ্ট হচ্ছে ফল পরিপক্ব হলে ও খোসা সবুজ ও হালুকা হলুদের রঙের হয় এবং কলের নিচের অংশে পয়সার মতো চাপ থাকে। কাঁচা অবস্থাও খুব রসালো ও সুমিষ্ট হয় এই ফল। তিনি আরও জানান, বান্দরবান বাজারে ডজনপ্রতি ১৫০ থেকে ২০০ টাকায় বিক্রয় হচ্ছে এই মাল্টা।

